তারিখ ... 2 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক ইনকিলাব

জানুয়ারী থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালু হচ্ছে

তালুকদার হারুন

আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে সারাদেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশু শ্রেণী চালু করতে যাচ্ছে সরকার। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬৩০০ বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালু রয়েছে। এ কর্মসূচী আরো বিস্তৃত করে ২০১১ সালের শুরু থেকেই দেশের ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালু করা হবে। এই ভিশন নিয়েই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে বলে জানালেন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, এই কর্মসূচীর মিশন হচ্ছে ৫ থেকে ৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-বিদ্যালয়ের শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা। সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার অধিকার পূরণ করা। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে খেলাধুলা, বিনোদন এবং ভাষা ও সংখ্যার সাথে পরিচয় ঘটানোর মধ্য দিয়ে সুরক্ষা, সেবা-যত্ন সর্বোপরি শিশুর বিকাশ ও শিক্ষাজনিত সহায়তা।

উদ্দেশ্য সকল শিশুকে প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনা

তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের অধীনে সিংহভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালু রয়েছে। এছাড়াও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য

পৃঃ ১২ কঃ ৪

জানুয়ারী থেকে সরকারী প্রাথমিক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করছে। তাছাড়াও সারাদেশে বেশকিছু কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও ১৫০টিরও বেশি এনজিও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। প্রতিমন্ত্রী জানান, সারাদেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এই কর্মসূচি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ৪০০ কোটি টাকার বাজেট চাওয়া হয়েছে সরকারের কাছে। আশা করছি ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে এই কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া যাবে।

শিশু শ্রেণীতে শিশুরা যা শিখবে : শিশুরা নিজের নাম, মাতা-পিতার নাম, পরিবারের ঠিকানা এবং নিজের জন্ম তারিখ বলা ও শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে শিখবে। সামাজিক রীতি অনুসরণ করা-শুভেচ্ছা জানানো, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, ধন্যবাদ দেয়া এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার বিষয় শিখবে তারা। শিশুরা শিখবে বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি করা, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, গল্প বলা, একই ধরনের জিনিস শ্রেণী অনুযায়ী সাজানো এবং এক ধরনের নয়, এমন জিনিস আলাদা করা। আরো শিখবে বৃত্ত, ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র আঁকা ও সেগুলোর নাম বলা, চারপাশের প্রাকৃতিক জিনিস, ফুল, ফল, মাছ, পাখি, প্রাণী সূর্য, চন্দ্র, গাছ, গাড়ি-ঘোড়া, আবহাওয়া, মাটি ও পানি চিনতে পারা ও সেগুলোর নাম এবং কাজ বলা। ব্লক, মাটি, পাতা, কাগজ, কাঠি এসব ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছায় বিভিন্ন বস্তু ও খেলার সামগ্রী তৈরি করার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা দেখানোর বিষয় শিখবে শিশুরা। শূন্য থেকে বিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গণনা করা, চিনতে পারা, পড়া ও লেখা, ছোট ছোট যোগ ও বিয়োগ করা, বাংলা অক্ষরগুলো চিনতে পারা, পড়া ও লেখা, ছবি দেখে ঘটনা বর্ণনা করা, প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শব্দাবলী উচ্চারণ করা ও পরিচিত শব্দের বিপরীত শব্দ চিনতে অথবা বলতে পারবে কোর্স শেষে শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা।

বিনামূল্যে যেসব উপকরণ পাবে শিশুরা : এই শিক্ষা কোর্সে শিশুরা বিনামূল্যে পাবে খেলার জন্য খেলনা, ব্লকের সেট, শিশুদের কর্মকাণ্ডের বই ও অনুশীলন খাতা, বর্ণমালার চার্ট, বর্ণমালার ব্লক, বাংলা প্রথম পাঠ, গণিত প্রথম পাঠ, নতুন ও পরিচিত পরিবেশগত বিভিন্ন বস্তুর ছবির বই, সংখ্যার চার্ট ও গল্পের বই।

জানা গেছে, শিশু শ্রেণী শিক্ষা কোর্সের মেয়াদ হবে সপ্তাহে ৫ থেকে ৬ দিন। প্রতিদিন ২ থেকে ৩ ঘণ্টা করে। একটি শ্রেণীতে ২০ থেকে ৩০ জন শিশু থাকবে।